নিরপেক্ষতার সত্যে এক ঝলক পক্ষের বাতাস

ভজন সরকার

ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ধরনের মানুষ চাক্ষুষ করেছি । এক, পক্ষের মানুষ । তা রাজনৈতিক মতাদশ র্ই হোক কিংবা হোক না নিতান্তই কোন সামাজিক বা পারিবারিক বিষয় । একটি পূর্ব-পরিকল্পিত মতে বা পথে তিনি যাবেন । প্রথমে নিজের যুক্তিতে । আর তাতে পেরে না উঠলে গাঁয়ের জোরে কিংবা কুটকৌশলে । অধিকাংশ সময়েই নিতান্তই দূর্বল না হলে অন্যের যুক্তিতে মাথা নোয়াবেন না , ঘাড় উঁচু করা গাছের মত এক সায় দাঁড়িয়ে থাকবেন । ঘোট পাঁকাবেন, জল ঘোলা করবেন ,পরিবেশ নষ্ট করে তচনচ করবেন । তাকে বোঝায় - সে কার বাপের সাধ্যি ! যতই বোঝাও , তাল গাছটা তার !নীতিনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির যেনো ! তার সে নীতি দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ বা ধরণ যাই হোক না কেন !

দুই, নিরপেক্ষ মানুষ । মাঝামাঝি চলবেন- মাঝামাঝি বলবেন । ঠিক বোঝা যাবে না। ডান না বাম !আস্তিক না নাস্তিক ! প্রগতি -পন্থী না বিরোধী ! মেপে মেপে কথা বলেন !অক্ষগত অবস্থানে দুই অক্ষের নিরপেক্ষ সংযোগে তার অবস্থান । স্থান, কাল আর পাত্রের ভেদ রেখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি । হেলে পড়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে গোধূলির আলোতে যতটুকু পরিতৃপ্ত, ঠিক ততটাই বিমুগ্ধ ভোরের আলোকচ্ছটায় । অন্ধকার যেমনটি ভালো কাউকে দেখা যায় না বলে , তেমনটি আলোও ভালো কারণ সবাইকে স্পষ্ট দেখায় । কমিউনিজম ভালো কারণ পুঁজিবাদের শত্রু ,পুঁজিবাদও ভালো কারণ সে কমিউনিজমের বন্ধু নয় ।

তিন, নরম বাঁশের মত মানুষ । বাতাসে হেলে পড়েন । নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেঁকে যান পূবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিনে । বাতাস বদলায় । বদলে যান তিনিও । নুঁয়ে পড়েন লাউয়ের ডগার মতো । নিজের মতাদর্শের খুব ধার ধারেন না কখনোই । ভিড়ে যান ভীড়ে । পালের হাওয়ায় সুযোগ বুঝে সটকে পড়েন ভাঁটির টানে । এ যেনো,

‘‘ আমার কাছে একবেলা খাও, একবেলা খাও ওর কাছে
পোকায় আমার কাটলে পাতা, ফুল ফোটালে ওর গাছে । ’’ (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

আর ? আর কী কেউ বাকি থাকলো ? চারপাশের সবাইকে এক,দুই, তিন কোরে সাজিয়ে ফেলুন । দেখুন কেউ বাদ পড়েছেন কিনা ; তাকে না হয় বলুন, চলুন-

‘‘নিরপেক্ষতার সত্যে এক ঝলক পক্ষের মিথ্যে বাতাস
লাগাই,কী পালটে যায় নিরপেক্ষতার সত্য একদিনে
তা হলে সত্যের নেই সেই বুঝ, সেই দাঁড় সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস । ’’(শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে কিঞ্চিৎ ভাষান্তর)

।। লেক সুপিরিয়র, কানাডা ।।
।। অক্টোবর,২০০৬ ।।